JAN 16 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ... ৩...

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর বেগজাদী মাহমুদা নাসিরকে বেগম রোকেয়া পদক-২০০১ প্রদান করেন -পিআইডি

রোকেয়া পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নারী উন্নয়ন কর্মসূচি এগিয়ে নিতে হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে নারী উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বর্তমান সরকার নারীর সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষায় দৃঢ় এবং কঠোর ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, অতীতে কাগজে-কলমে বক্তৃতায় নারীর অধিকার রক্ষার কথা বলা হলেও বাস্তবে সৃষ্টি হয়েছিল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। নারী নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মেয়েকে সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে মেয়েরা হয়েছে লাঞ্ছিত। তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে গেছে, কোন বিচার হয়নি। তিনি

নারী : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

নারী : উন্নয়ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনী ইশতেহারে নারী সমাজের উন্নয়নে ১০টি সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেগুলো পূরণ করা শুরু হয়েছে। সরকারের নেয়া প্রথম একশ' দিনের কর্মসূচিতে কর্মজীবী নারীদের জন্য রাজধানীতে বিশেষ বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে নগরীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেগম রোকেয়া পদক-২০০১ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হক এতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহফুজুল ইসলাম এবং মহিলা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. নিজাম উদ্দীন আল-হোসাইনী। ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক বেগজাদী মাহমুদা নাসিরকে এ বছর বেগম রোকেয়া পদক-২০০১ প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকার প্রথম বেগম রোকেয়া পদক চালু করে। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রীদের জন্য চালু করা হয়েছে মাসিক বৃত্তি। তিনি বলেন, এর আগে বিএনপি সরকার নারী সমাজের উন্নয়নে যেভাবে কাজ করে গেছে বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত থাকবে। নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নারী উন্নয়নে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেন, জিয়াই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। তিনি আনসার-ভিডিপিতে মেয়েদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তৈরি পোশাক শিল্পে আজ লাখ লাখ মেয়ে কাজ করছে। এ শিল্পের ভিতও জিয়ার হাত দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হক তার কলেজ জীবনের শিক্ষিকাকে বেগম রোকেয়া পদক-২০০১ দিতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রবর্তিত এ পদক পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্যোগী হতে সাহস জোগাবে।

বেগম রোকেয়া পদক-২০০১ পেয়ে আনন্দিত ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক বেগজাদী মাহমুদা নাসির তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, তার স্বপ্ন ছিল বেসরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি তা করতে পেরে খুবই অনন্দিত। তিনি বলেন, দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি রাজনীতিমুক্ত রাখা হয়েছে। তিনি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এলাকাকে উইমেন জোন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। পদকের সঙ্গে পাওয়া ১০ হাজার টাকা দিয়ে বেগম রোকেয়া স্মৃতি তহবিল গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান।